এবেলা

Ebela 29 Aug 2013

মুখে লিখে পাশ করেছেন উচ্চ মাধ্যমিক, নাসিমা চান আরও নাসিমা উঠে আসুন

উজ্জ্বল রায়

মুখের লেখাটা খুবই সুন্দর। এ ভাবেই সবাই তাঁর প্রশংসা করে থাকে।

কারণ, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের শাসন এলাকার বাসিন্দা নাসিমা খাতুন মুখ দিয়েই 'লেখেন'। ছোটবেলায় দুরারোগ্য রোগে পঙ্গুত্বের শিকার নাসিমা হাত-পা দিয়ে কার্যত কোনও কাজই করতে পারেন না। হাত, এমনকী, পায়েও কলম ধরার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। লাভ হয়নি।

অবশেষে মুখ দিয়ে পেন তুলে নিয়েছিলেন। সাফল্য এসেছিল। মুখ দিয়ে লিখেই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে এখন নাসিমা কলেজে পড়াশোনা করছেন। লক্ষ্য শিক্ষক হওয়া। তবে সাধারণ ছাত্রছাত্রী নয়, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া শেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য।

অসুস্থতার জন্য ছোটবেলায় বাড়িতেই থাকতে হত। বন্ধুদের স্কুলে যেতে দেখে তাঁরও ইচ্ছে হত স্কুল যাওয়ার। প্রতিবন্ধী হওয়ায় স্কুলে গিয়ে তিনি পড়াশোনা করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল পরিবারের। কিন্তু নাসিমার ইচ্ছের কাছে হার মানতে হয় পরিবারকে। বাবার হাত ধরে 'ভারপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে' ভর্তি হন তিনি। সেখানে গিয়েও প্রথম প্রথম কিছুই করতে পারতেন না নাসিমা। পড়তে পারলেও লিখতে পারতেন না। কিন্তু ভেঙে পড়েননি। প্রতিদিন লেখার চেষ্টা চালাতেন। তাঁর আগ্রহ দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন স্কুলের শিক্ষক আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা। প্রথমে তিনি নাসিমার পায়ের আঙুলের ফাঁকে পেনসিল ঢুকিয়ে লেখানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু নাসিমা পারেননি। এর পর তাঁর মুখে পেনসিল দিয়ে লেখার চেষ্টা করতে বলেন রেজ্জাক। দেখা যায়, নাসিমা লিখতে কিছুটা সফল হচ্ছেন। সেই শুরু। তারপর থেকে মুখ দিয়েই লেখা চলতে থাকে। মুখে লিখেই স্কুলের পরীক্ষা, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন নাসিমা।

তবে এখন লিখতে গিয়ে কিছু সমস্যায় তিনি। টানা তিন ঘন্টা লিখলে শিরদাঁড়ায় যন্ত্রণা করে। চোখে এবং মুখে ব্যথা করে। নাসিমার অনুযোগ, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় লেখার জন্য যতটা সময় দেওয়া হয়, সে তুলনায় প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সময় খুবই কম। নাসিমা বলেন, "আমায় মাত্র ৩০ মিনিট সময় বেশি দেওয়া হয়েছিল। সময়ের অভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। আমি মুখ দিয়ে যত দ্রুতই লিখি না কেন, তা কি হাত দিয়ে লেখার ধারেকাছে যেতে পারে?"

নাসিমার পরিবার ক্ষুব্ধ। তাঁরা জানালেন, সাহায্যের জন্য বিভিন্ন জায়গায় গেলেও কোনও সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়নি। নাসিমার ভাই আবুল হাসান বলেন, "রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি করে। কিন্তু কেউ কোনও সাহায্য করে না। সরকারি সাহায্য পেলে ওর অনেক উপকার হত।" নাসিমার কথায়, "আমাদের মতো বিকলাঙ্গদের পড়াশোনার জন্য বিশেষ কোনও ব্যবস্থাই নেই। রেজ্জাক মোল্লার মতো শিক্ষক না থাকলে তো আমার

নাসিমা খাতুন।

কোনওদিন পড়াশোনা করাই হত না!" তাঁর মতে, বিকলাঙ্গদের জন্য আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা এ রাজ্যে আছে কি না, সেটাও কেউ জানে না। থাকলে সেটা জানানো উচিত। না থাকলে তৈরি করা উচিত। ভবিষ্যতে সেই রকম কোনও স্কুলেই তিনি পড়াতে চান।

নাসিমার সাফল্যকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতে উদ্যোগী হচ্ছেন এলাকার কয়েকজন যুবক। সুবীর মন্ডল, আব্দুল রহিম এবং বসিরুজ্জামান নামে তিন যুবক ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছেন। তাঁরা চান, 'গিনেস বুকে' নাসিমার নাম উঠুক। বারাসতের বাসিন্দা সুবীর বলেন, "নাসিমা মুখ দিয়ে খুব ভাল লিখতে পারে। এ রকম আগে কখনও দেখিনি। খোঁজ নিয়ে দেখছি, এমন দৃষ্টান্ত আর আছে কি না।" আব্দুল রহিমের কথায়, "এটি নজিরবিহীন ঘটনা। চেষ্টা করছি এটা গিনেস বুকে তোলার।"

নাসিমার এই লড়াইয়ে পুরো পরিবার পাশে দাঁড়িয়েছে তাঁর। চাষ করে কোনওক্রমে সংসার চললেও নাসিমাকে কোনও দিন অভাব বুঝতে দেননি পরিবারের কেউই। নাসিমা বলেন, "আমার বাড়ি থেকে কলেজ প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূর। প্রতিদিন মা আমায় কলেজে নিয়ে যান ও নিয়ে আসেন। ক্লাস চলাকালীন কলেজের সামনেই অপেক্ষা করেন।"

মুখ দিয়ে লেখার পর আপাতত কম্পিউটারে লেখার ভাবনাও শুরু করেছেন নাসিমা। তাঁর দাদা জানান, কম্পিউটারের কি-বোর্ড, মাউস চালানোর তুলনায় 'ট্যাবলেট' ব্যবহার করা সহজ। কিন্তু সেটা কোথাও শেখানো হয় না। তাঁদের মতো গরিব পরিবারে তা কিনে দেওয়াও কষ্টসাধ্য। তবু, কষ্ট করে হলেও একটি 'ট্যাবলেট' কেনার কথা ভাবছেন তাঁরা।

নাসিমা দাঁড়িয়েছেন পরিবারের পাশে। দু'জনকে পড়িয়ে সামান্য কিছু অর্থ রোজগার করেন তিনি। ভবিষ্যতে চাকরি করে পরিবারকে সাহায্য করতে চান। পাশে দাঁড়াতে চান সমাজের সেই সব বিকলাঙ্গ মানুষের, যাঁদের জীবনে নেই কোনও রেজ্জাক মাস্টার।